নট-নটী এদের প্রধান কাজ হল নাচ গান করা। আকবরের শাসনামলে মীরাবাঈ নামে একজন নটের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া সমসাময়িক সাহিত্যতেও নানাস্তরেই এর যথেষ্ট সমাদার ছিল। পুন্ড্রবর্ধন এর কার্তিকের মন্দিরে যে নাচগান হত তা ভরতের নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী এবং নৃত্যগীতমুগ্ধ জয়ন্ত স্বয়ং ছিলেন তরতানুমোদি তো নৃত্যগীত শাস্ত্রে সুপন্ডিত। পাহাড়পুর ও ময়নামতি পোড়ামাটির বিভিন্ন ফলকে অসংখ্য ধাতু ও প্রস্তর মূর্তিতে নানা ভঙ্গীতে নৃত্যরত মেয়ে পুরুষের অনেক ছবি দেখতে পাওয়া যায়। বৃহদ্ধর্ম ও ব্রম্ক্ষবৈবর্ত পুরানে নটদের সমাজের নিম্নস্তরের বর্ণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখনো বাঙালি সমাজের নিচের দিকে এমনই একদল গায়ক গায়িকা দেখতে পাওয়া যায় যারা গান গেয়ে নেচেকুঁদে নিজেদের পেট চালায়। উঁচু তলার লোকজনের কেউ কেউ বোধ হয় নট নটির বৃত্তি গ্রহণ করতেন। জয় দেবের স্ত্রী পদ্মাবতী বিয়ের আগে কুশলী নটি ছিলেন। এবং গান-বাজনায় তাই রীতিমতো নামডাক ছিল।